



145071 - আলমে কে?

প্রশ্ন

কার ক্ষেত্রে “আলমে” অভধি ব্যবহার করা সঠিক? “ইসলাম শিক্ষা”-র শিক্ষকের ক্ষেত্রে কি এই অভধি ব্যবহার করা ঠিক হবে? নাকি শুধুমাত্র বড় পর্যায়ে শাইখদের ক্ষেত্রে? কারণ এ ইস্যুটি আমাদের দেশে নাইজেরিয়াতে সালাফদের পরমিণ্ডলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমে, ফকীহ ও মুজতাহিদ এ উপাধিগুলো অভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। সটো হচ্ছে- যনি শরয়া বিধানে পট্টোছার জন্য নিজের শ্রম ব্যয় করেন এবং শরয়া দলিল থেকে বিধান নির্ণয় করার মত যোগ্যতা যার রয়েছে।

এর জন্য প্রয়োজন ইজতহিদ করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান হাছলি করা। তাই এই অভধি (আলমে, মুজতাহিদ বা ফকীহ) তে অভধিক্ত শুধু তাকেই করা যাবে যার মাঝে ইজতহিদ করার শর্তাবলি পূর্ণ হয়েছে।

আলমেগণ এই শর্তগুলোর উপর গুরুত্বারোপ করছেন যাত করে ইলম ছাড়া আল্লাহর দ্বীনরে ব্যাপারে কথা বলার দরজা যো কারো জন্য উন্মুক্ত না থাকে; হোক সে ছোটো কথি বা বড়। তবে, আমরা এখানে শুধু দুটো উদ্ধৃতি উল্লেখ করব। এ উদ্ধৃতিদ্বয়ের মধ্যে শর্তগুলো এসে যাবে:

প্রথম উদ্ধৃতি: শাওকানি (রহঃ) থেকে। তাঁর কথার সারাংশ হচ্ছে- পাঁচটি শর্ত:

প্রথম শর্ত: কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো জানা থাকা।

সুন্নাহ মুখস্থ থাকা শর্ত নয়। বরং সুন্নাহর গ্রন্থগুলো থেকে সুন্নাহ বরে করার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট। সুন্নাহর জ্ঞানের মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুন্নাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতে যা রয়েছে সেগুলো। যমেন সহহি বুখারী, সহহি মুসলিম, সুন্নাতে আবু দাউদ, সুন্নাতে তরিমযি, সুন্নাতে নাসাঈ, সুন্নাতে ইবনে মাজাহ এবং এগুলোর সম্পূর্ণ গ্রন্থসমূহ।

এ হাদিসগুলোর মধ্যে কোনটা সহহি, কোনটা যয়ফি (দুর্বল) এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা।

দ্বিতীয় শর্ত: ইজমা সংঘটিত হওয়া মাসালাগুলো জানা থাকা।



তৃতীয় শর্ত: আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া।

আরবীর সবকিছু মুখস্থ থাকতে হবে এমনটাই নয়। বরং অর্থ জানতে পারার মত সক্ষমতা থাকা এবং বিশেষ বিশেষ বাক্য-কাঠামো জানা থাকা।

চতুর্থ শর্ত: উসুলুল ফকিহ এর জ্ঞান থাকা। কয়্যাস উসুলুল ফকিহ এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ উসুলুল ফকিহ হচ্ছে- বাদান নরিণয়রে মূলভিত্তি।

পঞ্চম শর্ত: নাসখে (রহতিকারী) ও মানসুখ (রহতি) জানা থাকা।

[দখুন: ইরশাদুল ফুহুল (২/২৯৭-৩০৩)]

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি: শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) থেকে:

তনিও মুজতাহদি এর শর্তাবলি উল্লেখ করছেন। তাঁর উল্লেখকৃত শর্তাবলির সাথে শাওকানি (রহঃ) এর উল্লেখকৃত শর্তাবলির তমেন কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু, তার উক্তি শাওকানি (রহঃ)-এর উক্তির চয়ে বেশি সহজ। তনি বলেন:

ইজতহিদরে কিছু শর্ত আছে; যমেন:

১। ইজতহিদ করার জন্য যবে দললিগুলো জানা প্রয়োজন সেগুলো জানা থাকা। যমেন- আহকাম সংক্রান্ত আয়াতগুলো ও হাদিসগুলো।

২। হাদিস সহি ও দুর্বল হওয়া সংক্রান্ত জ্ঞান জানা থাকা। যমেন- হাদিসের সনদ ও রাবীদরে পরিচয় ইত্যাদি।

৩। নাসখে (রহতিকারী), মানসুখ (রহতি) ও ইজমা (ঐক্যমত) সংঘটিত হওয়া বিষয়গুলো জানা থাকা। যাতবে করে, কোন কিছুকে মানসুখ বলে হুকুম না দেবে কিংবা ইজমা বিরোধী কোন হুকুম না দেবে।

৪। যবে দললিগুলোর কারণে হুকুম পালটে যতে পারে যমেন- তাখসিসি (সীমাবদ্ধকরণ), তাকয়দি (শর্তযুক্ত করণ) ইত্যাদি দললিগুলো জানা থাকা। যাতবে করে এগুলোর সাথে সাংঘর্ষকি কোন হুকুম না দেবে।

৫। শব্দরে অর্থ নরিণয়রে সাথে সংশ্লিষ্ট আরবী ভাষা ও উসুলুল ফকিহ এর যবে জ্ঞানগুলো রয়েছে সেগুলো জানা থাকা। যমেন- আম (সাধারণ), খাস (বিশেষ), মুতলাক্ব (শর্তহীন), মুকায়্যাদ (শর্তযুক্ত), মুজমাল (অ-ব্যাখ্যাত), মুবায়্যান (ব্যাখ্যাত) ইত্যাদি। যাতবে করে শব্দরে অর্থগত নরিদশেনার দাবী মতোভাবে হুকুম দিতে পারবে।

৬। এমন যোগ্যতা থাকা যবে যোগ্যতা দিয়ে তনি দললি থেকে হুকুম নরিণয় করতে পারবে।”[সমাপ্ত]



[আল-উসুল মনি ইলমলি উসুল (পৃষ্ঠা-৮৫, ৮৬) ও এর ব্যাখ্যা (পৃষ্ঠা- ৫৮৪-৫৯০)]

তিনি ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বের তুলনায় এখন হাদিস বের করা অনেক সহজ। হাদিসগুলো গ্রন্থবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে।

অতএব, যার মাঝে এ শর্তগুলো পরিপূর্ণ হবে তিনি-ই আলমে; যিনি দলিল থেকে শরয়ি হুকুম-আহকাম নির্ণয় করতে পারবেন। আর যে ব্যক্তির যোগ্যতা এর নীচে তাকে আলমে, ফকীহ বা মুজতাহদি বলা সঠিক নয়।

খয়োল রাখতে হবে: 'আলমে', 'মুজতাহদি' বা 'ফকীহ' অভিধা একটি শরয়ি পরভাষা। আলমেদের নিকট এর বিশেষ সংজ্ঞা ও শর্ত রয়েছে। তাই এই পরভাষা ব্যবহারে শথিলতা করা নাজায়যে। যমেন- যে কটে শরয়ি হুকুম-আহকাম নিয়ে আলোচনা করলে, কথিবা মাদ্রাসা বা ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক সাবজেক্টে পড়লে কথিবা দাওয়াতের ময়দানে সক্রিয় থাকলে তার ক্ষেত্রে এই পরভাষা ব্যবহার করা। হতে পারে কটে একজন দায়ী, দাওয়াতের ময়দানে তাঁর অনেকে অবদান রয়েছে; কিন্তু তিনি আলমেতে স্তরে পটৌঁছতে পারেননি।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেন এবং আমাদের জ্ঞানকে বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।